|| তানজীম আল কায়েদা নিয়ে কিছু কথা ||

জামাতুল বাগদাদী বা আইএসের ফিতনা সম্পর্কে আমরা সবাই মোটামুটি অবগত আছি। বিশেষ করে আল কায়েদা বা আল কায়েদা সংশ্লিষ্ট সকল তানজীমের ভাইয়েরা এ বিষয়ে অবগত আছি। যারা এ বিষয়ে ভালো ভাবে জানেন না তারা অবশ্যই **Gazwah.net** থেকে নিম্নক্তো শিরোনামের আরটিকেলটি সময় মত পড়ে নিবেন ইনশাআল্লাহ্‌।

|| সকলের পড়া জরুরী বাগদাদীর হত্যা ও আইএসের ফিতনায় আমাদের করণীয়-উস্তাদ উসামা মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহ (হাইপারলিংক) ||

যাইহোক এবার মূল আলোচনায় আসি। মূলত আমার লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল কায়েদা বা আল কায়েদা সংশ্লিষ্ট তানজীমগুলোকে ফোকাস করা। মানুষের মাঝে যেন আল কায়েদা সম্পর্কে সংশয় কেটে যায়। এটা যে মহান আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত দল তা যেন মানুষ বুঝতে পারে।

জামাতুল বাগদাদী বা আইএসের উথানের আগের আল কায়েদা ও পরে আল কায়েদার অবস্থান সম্পূর্ন ভিন্ন। মূলত আইএসের উথানের আগে আল কায়েদা কিছুটা ঝিমিয়ে পড়ে ছিল। কারণ আইএসের উথানের আগে পশ্চিমা ক্রুসেডরদের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলো আল কায়েদা। তারা তখন সর্বোশক্তি দিয়ে আল কায়েদাকে দমনের প্রত্যয়ে নেমেছিল। কিন্তু যখন জামাতুল বাগদাদীর উথান ঘটে তখন গ্লোবাল জিহাদের প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হয়ে যায়। এই সময়টুকুতে পশ্চিমা ক্রুসেডর ও তাদের সকল মিত্রদের মূল মাথা ব্যাথা ছিল এই জামাতুল বাগদাদী বা আইএস। এই সময়টুকুতে আল্লাহর শত্রুরা আল কায়েদাকে নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামানোর সময় পায়নি। মূলত এই সময়টুকু আল কায়েদা খুব ভালোভাবেই কাজে লাগিয়েছে। তারা গ্লোবাল জিহাদের কাজকে চমৎকার গতিতে সামনে এগিয়ে নিয়েছে। পশ্চিমা হলুদ মিডিয়া তো এ কথা ঢালাওভাবে প্রচার করতো যে জামাতুল বাগদাদী বা আইএস হচ্ছে আল কায়েদার চেয়ে বেশি ভয়ংকর। জামাতুল বাগদাদী বা আইএসের উথানের পর আমরা সিরিয়ার পরিস্থিতি দেখেছি। আইএস দমনের নামে সেখানে পশ্চিমা ক্রুসেডর ও তাদের মিত্ররা সর্বোশক্তি নিয়োগ করেছিল। এই সময়টুকুতে তাদের প্রধান মাথা ব্যাথা ছিলো এই সিরিয়াকে কেন্দ্র করে। আমরা মোটামুটি সবাই জানি যে আল কায়েদা হচ্ছে একটি গ্লোবাল জিহাদী সংগঠন। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আল কায়েদার মুজাহিদ ভায়েরা এই সময়টুকু জিহাদী কাজ ও প্রচারোনায় চমৎকারভাবে কাজে লাগিয়েছে। তার যেমন স্বশরীরে জিহাদের কাজকে ত্বরান্বিত করেছে তেমনিভাবে মিডিয়াতেও খুব ভালোভাবেই তাদের প্রচারোনা চালিয়েছে। তারা এই সময়টুকুতে সাধারণ মুসলিমদেরকে খুব ভালোভাবেই তাদের মিশন সম্পর্কে বুঝাতে সক্ষম হয়েছে। তারা যে আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত দল তা ঝিমিয়ে পড়া মুসলমাদেরকে বুঝাতে সফল হয়েছে।

আর বর্তমানে তো আল কায়েদার অবস্থান পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। তারা এখন ঢালাওভাবে পৃথিবীর সবখানে প্রচারোনা চালাচ্ছে। তালিবানের সাথে আমেরিকার শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর গ্লোবাল জিহাদের প্রেক্ষাপট তো পুরোটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে। আফগানিস্তানে তালিবান-আল কায়েদা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। তাদের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমন কি মুসলিমদের মধ্যে একটা অংশ যারা আল কায়েদা-তালিবানদের নিয়ে নাক ছিটকাতো তারাও এখন আল কায়েদা-তালিবানদের নিয়ে ইতিবাচক ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছে। খোদ আমেরিকা যেখানে তালিবানদের সন্ত্রাসী বলতো তারাও এখন সুর পাল্টিয়ে তাদেরকে গ্রেট ফাইটারের তকমা দিচ্ছে। মূলত সন্ত্রাসী রাষ্ট্র আমেরিকা বুঝে গেছে যে আফগানিস্তানে তাদের অর্জন করার মত কিছুই নেই। তারা এখন আফগানিস্তান থেকে লেজ গুটে পালানোর পথ খুঁজছে। তালিবানের

সাথে আমেরিকার শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর মানুষের কাছে সন্ত্রাসী আমেরিকার ধোঁকার বিষয় ভোরের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেছে। তারা যে আফগানিস্তানে আল কায়েদা-তালিবান দমনের নামে সাধারণ বেসামরিক মানুষের উপর বর্বরতা চালিয়েছে তা মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন আফগানিস্তানের প্রতিটি সাধারণ নিরীহ মানুষ চাইছে আফগানিস্তান থেকে যেকোন মূল্যে আমেরিকা ও তার মিত্ররা যেন সরে যায়। আফগানিস্তান থেকে আমেরিকা ও তার মিত্রদের সরে যাওয়া মানেই আফগানিস্তানের মাটিতে আল কায়েদা-তালিবানের পূর্ণ বিজয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমরা আফগানিস্তানের মাটিতে আল কায়েদা-তালিবানের একটা আংশিক বিজয়ের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। আর এই আংশিক বিজয়ের প্রতিচ্ছবিই আল কায়েদার ব্যাপারে ঘুমিয়ে পড়া মুসলিমদের মাঝে আশার আলো জাগিয়েছে। ঘুমিয়ে পড়া এই মুসলিম জাতি এখন নতুন করে চিন্তাভাবনা করতে শুরু করেছে। যা আল কায়েদার জন্য এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। তারা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি উজ্জীবিত। তাদের জিহাদী কার্যক্রমের পরিধি এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি বৃস্তিত। এমনকি যারা আগে আল কায়েদা সম্পর্কে জানতো না তারাও এখন আল কায়েদার ব্যাপারে জানে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে আল্লাহ্ যাদের সাহায্য করতে চান তাদের প্রতিহত করার মত কোন শক্তি থাকে না।

এরার করোনা ভাইরাস (COVID 19) নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই। করোনা ভাইরাস আক্রমণের আগের পৃথিবী ও পরের পৃথিবীর চিত্রপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। করোনা ভাইরাস আক্রমণের আগে মুসলিম ভূখণ্ডে কুফফারদের যে পদচারণা ছিল করোনা ভাইরাস আক্রমণের পর আগের সেই চিত্র আর নেই। এখন মুসলিম ভূখণ্ডের আকাশে দেখা যাচ্ছে না জঙ্গি বিমানের উড়াউড়ি। তাদের বৃথা প্রচেষ্টাও থেমে গেছে। তারা এখন নিজ দেশেই অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। আল্লাহ্ তাদের সামরিক, অর্থনৈতিক সর্বোপ্রকার কর্মপ্রক্রিয়া স্তব্ধ করে দিয়েছেন। যারা তাদেরকে অনেক বেশি শক্তিশালী মনে করতো তারা আজ কতই না অসহায় হয়ে পড়েছে। তারা এখন আল্লাহর এক ক্ষুদ্র সৃষ্টির কাছে পরাজিত হয়ে গেছে। করোনা ভাইরাস যে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে রহমত তা তার বাছাই করা বান্দারা বুঝতে পেরেছে। আর অবিশ্বাসীদের জন্য তা তো আল্লাহর পক্ষ থেকে গজব।

মূলত মুসলিমদের আসন্ন বিজয় অর্জিত হওয়ার একটি প্রেক্ষাপট হচ্ছে এই করোনা ভাইরাস। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার বাছাই করা বান্দাদের জন্য একটি স্পুষ্ট সাহায্য। এই সময়টুকুতে যে আল কায়েদা ও আল কায়েদা সংশ্লিষ্ট তানজীমগুলো ব্যাপকভাবে শক্তিশালী হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আল কায়েদা সংশ্লিষ্ট মিডিয়া ও তানজীমগুলো আগের চেয়ে দ্বিগুণ গতিতে তাদের জিহাদী কার্যক্রম ও প্রচারণা চালাচ্ছে। আল কায়েদা এখন নতুন নতুন এলাকায় তাদের শাখা খোলার ঘোষণা দিয়েছে। তাদের সক্রিয় সদস্যের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। আর আমার প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশেও আল কায়েদার ভক্ত সমর্থক দিন দিন বেড়েই চলছে।

সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বলা যায় যে এটিই হচ্ছে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ভবিষ্যৎবাণী করা আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত দল। এদের ব্যাপারেই রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন খোরাসানের মাটি থেকে একটি কালো পতাকাবাহী দল আত্মপ্রকাশ করবে যারা হবে আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত দল। এই দলই হচ্ছে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দল। আর এই দল থেকে আত্মপ্রকাশ করবে ইমাম মাহাদী। হাদিস শরীফে বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এই দলের খলিফার কাছে বাইয়াত গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।

পরিশেষে একটি কথা বলতে চাই আপনারা যে যেভাবে পারেন আল কায়েদা ও আল কায়েদা সংশ্লিষ্ট যেকোন তানজীমে যুক্ত হয়ে যান। যথাসাধ্য আপনাদের মাল প্রস্তুত করতে থাকুন। শারীরিক ও মানসিকভাবে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিন। এই মর্মে শপথ গ্রহণ করুন যে একমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে খুশি করার জন্যই আপনার এই প্রচেষ্টা আর অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। তাহলেই দেখবেন যে আপনি সফলকাম হয়ে গেছেন ইনশাআল্লাহ্।